HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০১ জাতীয় সংসদ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার কাঠামো
টপিক ০২: স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব
টপিক ০৩: স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন
টপিক ০৪: স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য
টপিক ০৫: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব
টপিক ০৬: ইয়নিয়ন পরিষদ
টপিক ০৭: ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন
টপিক ০৮: পৌরসভা
টপিক ০৯: উপজেলা ব্যবস্থা
টপিক ১০: উপজেলা পরিষদের গঠন
টপিক ১১: উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সিটি কর্পোরেশন
টপিক ১৩: পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ
টপিক ১৪: স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা
টপিক ১৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার কাঠামো

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার কাঠামো

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় শাসন, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শাসন এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক শাসন লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশেও একদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় শাসন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। অপরদিকে রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শহর এলাকা পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত কর্তৃত্বসম্পন্ন শাসনব্যবস্থা। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক সীমিত কর্তৃত্বসম্পন্ন এ শাসনব্যবস্থা দু ভাগে বিভক্ত- ১. স্থানীয় শাসন ও ২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে।

স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার কাঠামো

একটি দেশে সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে 'স্থানীয় শাসন' বলে। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা নেই। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন প্রভৃতি হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উদাহরণ। স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁরা সকলেই সরকারি কর্মচারী। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে 'স্থানীয় সরকার' বলেও অভিহিত করা হয়।

স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার কাঠামো

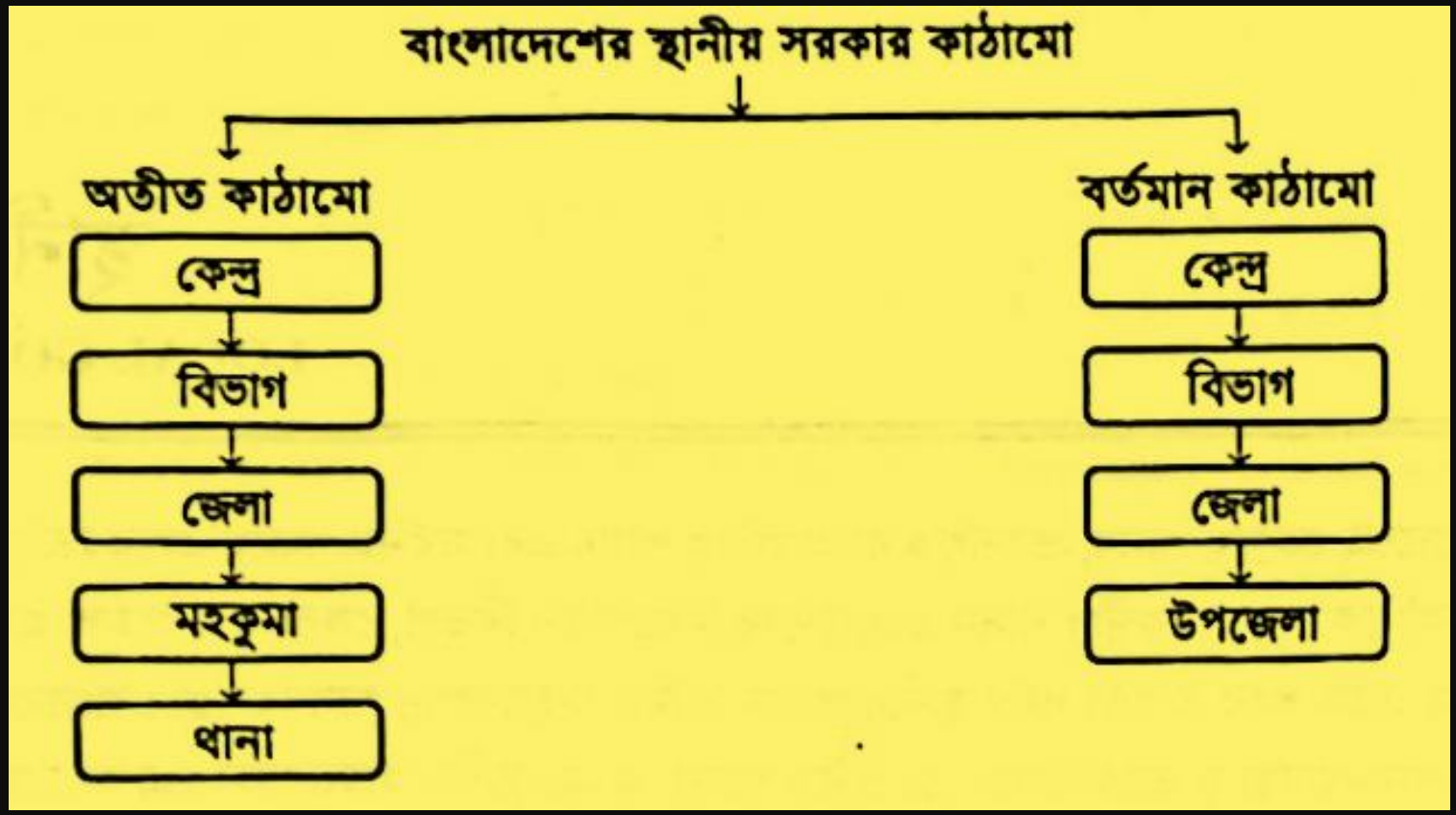

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০২ স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব

টপিক ০২: স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব

বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে স্থানীয় শাসন লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা স্থানীয় শাসন পরিচালিত হয়। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ কোনো নীতি নির্ধারণ করে না, তাদের কাজ হলো কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার তাদের নীতি-আদর্শ, নির্বাচনি ওয়াদা বাস্তবায়ন করে থাকে। পাশাপাশি স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণের অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করে থাকে। সরকারের সাথে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগের মাধ্যম হলো স্থানীয় প্রশাসন। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের ফলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন অতিদ্রুত প্রত্যন্ত এলাকার খবরাখবর, জনগণের চাহিদা বা চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে জানতে পারে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক), জেলা পুলিশ পরিদর্শক (SP) সহ তাদের প্রশাসন সরাসরি সরকার তথা কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সবসময় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার সবকিছু অবগত করে থাকে। সুতরাং স্থানীয় শাসন বা সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৩ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

টপিক ০৩: স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

ক. অর্থ ও সংজ্ঞা: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ স্থানীয়ভাবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসন। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এ শাসন পরিচালনা করে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে এর সংজ্ঞা নিরূপণের প্রচেষ্টা চলছে।

জন ক্লার্কের মতে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার একটি জাতির সরকারের সেই অংশ যা প্রধানত নির্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির সাথে জড়িত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হতে ইচ্ছুক।"

সামাজিক বিজ্ঞান কোষে (Encyclopedia of Social Science) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এক ধরনের ভৌগোলিক অসার্বভৌম সংস্থা, যার নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনার আইনসঙ্গত অধিকার ও প্রয়োজনীয় সংগঠন রয়েছে।"

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশনের ৩৩৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, যা স্থানীয় জনসাধারণের কাছে দায়ী; যে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় আইন প্রণয়ন, বিচার, শাসন, এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মানসে এলাকার জনগণের ওপর কর আরোপ করতে পারে।"

ই. এল. হাসলাকের মতে, "অন্যান্য সংস্থা থেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে যদি কোনো স্থানীয় সংস্থার শাসন পরিচালনার ক্ষমতা থাকে, তবে তাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলে।"

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

জাতিসংঘ (UN) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'স্থানীয় সরকার একটি জাতি বা রাষ্ট্রর আইনসভার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভক্তিকরণ নির্দেশ করে, কর আরোপ এবং শ্রমিক নিয়োগসহ স্থানীয় বিষয়সমূহের ওপর যাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান।
এরূপ সংস্থার পরিচালনা কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত বা স্থানীয়ভাবে মনোনীত হয়ে থাকেন'।
বাংলাদেশ সংবিধানে 'আইনসঙ্গত উপায়ে গঠিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
'লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলি' শীর্ষক পত্রিকার মতে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের সেই সরকার যা আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিলের দ্বারা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ ক্ষমতা কার্যকরী করে।"
সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় এমন ধরনের শাসন ব্যবস্থা যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, যা আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং যা নির্বাচিত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উদাহরণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

খ. বৈশিষ্ট্যসমূহ: উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চোখে পড়ে:

১। সুষ্ঠু ব্যবস্থা: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতি। এটি একটি সুষ্ঠু এবং অসার্বভৌম সংস্থা।

২। স্থানীয় বা অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন: এ ব্যবস্থায় স্থানীয় অঞ্চলসমূহের নিজস্ব সমস্যাবলি সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। স্থানীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত উদ্যোগ নিয়ে থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় এলাকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার নির্ধারিত সহজ সমাধান সম্ভব।

৩। নির্বাচিত সংস্থা: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাচিত সংস্থা। এলাকাবাসী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে এগুলো গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪। ব্যাপক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় এলাকায় প্রভূত প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক ক্ষমতা ভোগ করে।

৫। সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত: স্থানীয় এলাকায় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে।

৬। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা : স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যদিও স্থানীয় বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন, তথাপি এদের ক্ষমতার মৌলিকত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছামত তাদের ক্ষমতা সংকোচন করতে পারে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন

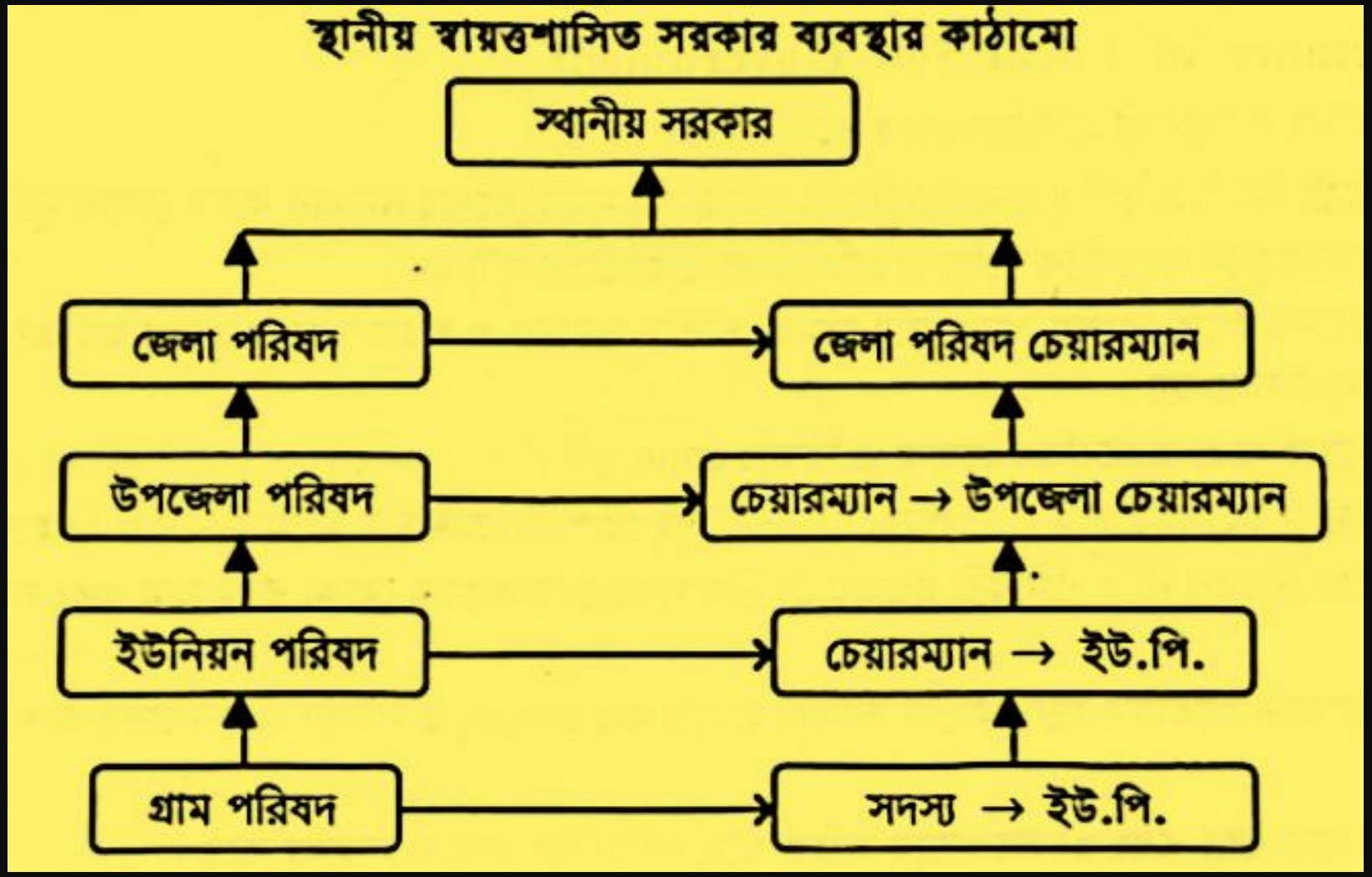

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৪ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য

টপিক ০৪: স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশ সুষ্ঠুভাবে শাসন করার জন্য পৃথক শাসন ব্যবস্থার এককপ্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাকে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার (Local Govt.) বলে। যেমন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় সরকার ও সাংবিধানিক বিধি-বিধান সৃষ্ট স্থানীয় সরকারকে, যা স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি।

২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণ নিয়োগ লাভ করেন স্থানীয় পর্যায়ে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ নিয়োগ লাভ করেন কেন্দ্রীয় সরকার বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক।

৩. স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সরকারের নির্দেশ ও বিধি-বিধান অনুসারে। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা।

স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য

৪. স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি বেতনভোগী কর্মচারী। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি।

৫. স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য সুশাসন ও সুসরকার (good governance and good government) প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের লক্ষ্য হলো স্ব-শাসন বা স্ব-সরকার (self government) প্রতিষ্ঠা।

৬. স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নীতি-নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৭. স্থানীয় সরকারের কাজকর্ম পরিচালনায় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখা হয়। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের কার্যক্রমে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলোই বেশি করে প্রতিফলিত হয়।

৮. স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নির্বাচিত কর্মকর্তা বা পরিচালকদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৫ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

টপিক ০৫: স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধান করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. স্থানীয় জনগণের মনে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি আস্থা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

৩. স্থানীয় জনগণের হাতে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকায় সময়ের ও খরচের অপচয় কম হয় এবং স্থানীয় সমস্যার সঠিক সমাধান করা সহজসাধ্য হয়।

৪. স্থানীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৫. স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে তারা বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

হয়। ৭. প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কার্যকরী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বোঝা কমে যায় এবং সময়ের অপচয় কম

৮. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রকৃত সমস্যা ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে।

৯. সুষ্ঠু জনমত গড়ে ওঠে এবং তা সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

১০. বৃহদায়তন এবং বিপুলায়তন জনগোষ্ঠীসম্পন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন খুবই উপযোগী।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

Democracy and Local Self Government

গণতন্ত্রের সাথে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। জনপ্রতিনিধিরাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। জনপ্রতিনিধিদেরকে তাঁদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। কেননা গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের জন্য জনগণের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

লর্ড ব্রাইস এজন্যই বলেছেন যে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো গণতন্ত্রের সূতিকাগার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যথাযথ অনুশীলন হলো গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম রক্ষাকবচ।"

সুতরাং গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৬ ইয়নিয়ন পরিষদ

টপিক ০৬: ইয়নিয়ন পরিষদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ইয়নিয়ন পরিষদ

ক. ইউনিয়ন পরিষদের গঠন (Composition of Union Parishad): ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং তিনজন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন) মহিলা সদস্য নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন পুরুষ সদস্য, প্রতি তিন ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়ন থেকে একজন চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় ১২ জন সদস্য ও একজন চেয়ারম্যান সমন্বয়ে।

ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজ পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মেয়াদ পাঁচ বছর। সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন একজন বেতনভুক্ত সেক্রেটারি বা সচিব। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত।

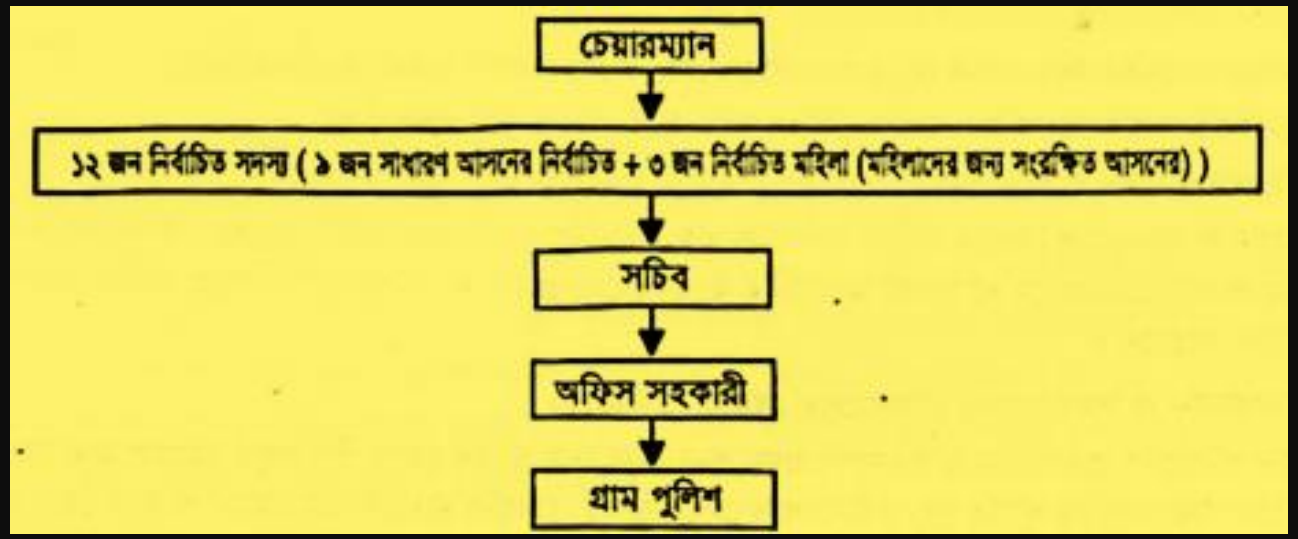

ইয়নিয়ন পরিষদ

খ. ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: গ্রামীণ জনগণের সমস্যাদি সমাধান করে এলাকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. গ্রাম বা পল্লির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা।
২. গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
৩. গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা করা।
৪. পল্লির জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
৫. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।
৬. জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা।
৭. গণচেতনার বিকাশ ঘটানো।
৮. শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো।
৯. স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নেতৃত্ব দ্বারা স্ব-শাসন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ইয়নিয়ন পরিষদ

গ. চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের যোগ্যতা নিম্নরূপ:

১. তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. ১৮ বছর বয়স হলে একজন নাগরিক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং পঁচিশ বছর বয়স হলে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

৩. চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীকে ইউনিয়নের যে-কোনো ওয়ার্ডের এবং সদস্য পদপ্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

৪. কোনো আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে বা কোনো ফৌজদারি মামলায় দুই বছর সাজাপ্রাপ্তির পর কমপক্ষে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫. সরকারের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে বা সরকারের কোনো আইনের আওতায় অযোগ্য ও অনুপযুক্ত ঘোষিত হলে কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে প্রার্থী হবার যোগ্য হবেন না।

ইয়নিয়ন পরিষদ

ঘ. অপসারণ পদ্ধতি (Impeachment Procedure): ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পাঁচ বছর মেয়াদি কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তাঁরা পদচ্যুত হবেন; যদি তিনি-

১. ক্ষমতার অপব্যবহার করেন;

২. অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন;

৩. তহবিল আত্মসাতের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হন;

৪. মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কর্তব্য পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন;

৫. রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য অথবা দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

৬. আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত পরপর পরিষদের তিনটি কার্য বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।

চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে আনীত অপসারণ প্রস্তাব ইউনিয়ন পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্য অপসারিত হবেন। চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ নির্ধারিত কার্যকালের পূর্বে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন।

ইয়নিয়ন পরিষদ

ঙ. চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ (Tenure)

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে পাঁচ বছর সময়ের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকবেন। তবে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও অন্য যেকোনো সদস্যকে অপসারণ করা যায়। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার তারিখ থেকে পরবর্তী ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ইয়নিয়ন পরিষদ

চ. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি (Functions of Union Council): ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও কাজগুলো নিম্নরূপ:

ক. উন্নয়নমূলক কাজ : বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করে থাকে:

১. রাস্তাঘাট, সেতু বা পুল, কালভার্ট নির্মাণ, এগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণ; রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ; রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে।

২. জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক টিকাদান, সংক্রামক ব্যাধির টিকা, ইনজেকশন সরবরাহ ও বিতরণ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ প্রভৃতি করে থাকে।

৩. জনগণের সুবিধার্থে পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ এবং সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা, সংস্কার ও সংরক্ষণ করে থাকে।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেবাকার্যক্রম পরিচালনা এবং দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫. জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

৬. গ্রামীণ শিল্প, কুটির শিল্প ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা এবং উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

ইয়নিয়ন পরিষদ

খ. রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কর ধার্য ও আদায় এবং সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে।

গ. কৃষি সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ, সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান পরিচালনা এবং উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

ঘ. বিচার সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে 'সালিসি আদালত' হিসেবে কাজ করে থাকে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠাই সালিসি আদালতের মূল লক্ষ্য।

৫. শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ: ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ ও পরিচালনা এবং গ্রামীণ পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

চ. সেবামূলক কাজ: ইউনিয়ন পরিষদ দুস্থ, অনাথ এবং বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

ছ. সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন: ইউনিয়ন পরিষদ নিজ নিজ ইউনিয়নের সমস্যাগুলো উপজেলা পরিষদকে জানায়। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকার এসব সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৭ ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন

টপিক ০৭: ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ বা পল্লির জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নেতৃত্ব দ্বারা স্ব-শাসন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহণ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে জনগণ তাদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ সরাসরি তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করেন। জনগণের সন্তুষ্টির ওপরই নির্ভর করে পরবর্তীতে আবারো নির্বাচিত হবার বিষয়টি।

২. 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯' অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ওয়ার্ডসভা গঠিত হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডসভা এর স্থানীয় সীমার মধ্যে বছরে কমপক্ষে দুটি সভা অনুষ্ঠান করবে। এর মধ্যে একটি সভা বার্ষিকসভা। ওয়ার্ডসভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হবে। বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করবেন।

ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন

৩. ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার বিধান রয়েছে। এর ফলে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ঘটে।

৪. ওয়ার্ড পর্যায়েই প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কিম এবং উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রাধিকার নিরূপণ করার ফলে স্থানীয় জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

৫. বয়স্ক ভাতা, ভর্তুকি প্রভৃতি সরকারি কল্যাণমুখী কর্মসূচিতে কারা থাকবে তা' ওয়ার্ডসভাতে বসেই ঠিক করার বিধান রয়েছে। এরপর তা ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে সত্যিকার অর্থে যাদের এসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত তারাই অগ্রাধিকার পান।

৬. যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ওয়ার্ডসভা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং জনগণকে সচেতন করে তোলে।

৭. ওয়ার্ডসভা জন্ম-মৃত্যু নির্ধারণ এবং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন করে।

৮. দুর্নীতি রোধ, পরিবেশ দূষণরোধে, বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে ওয়ার্ডের জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়। তাছাড়া এসব কাজের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

৯. ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের অংশগ্রহন

১০. স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১১. স্থানীয় সরকার আইনে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

১২. স্থানীয় সরকার আইনে বলা হয়েছে যে, যথোপযুক্ত ও সাশ্রয়ী মূল্যে সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষতার সাথে যাবতীয় ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্তরের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ক্রয় কমিটি গঠন এবং ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যাদি জনগণকে অবহিত করার জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৮ পৌরসভা

টপিক ০৮: পৌরসভা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পৌরসভা

পৌরসভা হচ্ছে শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যাগুলো সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।

ক. পৌরসভার গঠন (Composition of Paurosava): একজন মেয়র, কয়েকজন কাউন্সিলর ও কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। সে হিসেবে পৌরসভার মোট সদস্যসংখ্যা হলো: একজন মেয়র, আঠারো জন কাউন্সিলর, ছয়জন মহিলা কাউন্সিলরসহ মোট পঁচিশ জন। পৌরসভায় নির্বাচিত সদস্যকে 'কাউন্সিলর' বলা হয়। পৌরসভার নির্বাচন হয় প্রত্যক্ষ ভোটে। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

খ. পদচ্যুতি (Impeachment): পৌরসভার কার্যকালের মেয়াদ পর্যন্ত মেয়র ও কাউন্সিলরগণ দায়িত্ব পালন করেন। তবে নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার, দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা, অসদাচরণ, তহবিল আত্মসাৎ প্রভৃতি কারণে তাঁদেরকে অপসারিত করা যাবে। আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত পর পর পৌরসভার তিনটি কার্য-বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে পদচ্যুত করা যাবে।

পৌরসভা

গ. পৌরসভার কার্যাবলি (Functions of Paurosava): বাংলাদেশে পৌরসভার কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলি: পৌরসভা নিজ নিজ পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধপত্র সরবরাহ, বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি নিরোধের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশু মঙ্গল কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে থাকে।

২. শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলি: পৌর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এগুলোকে অর্থ সাহায্য প্রদান, ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, যাদুঘর স্থাপন, পার্ক, উদ্যান, মিলনায়তন স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে রেডিও, টেলিভিশন সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কাজ পৌরসভা করে থাকে।

৩. সমাজকল্যাণ : অনাথ ও দুস্থদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র, এতিমখানা ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা, ভিক্ষাবৃত্তি, জুয়াখেলা ও মদ্যপান বন্ধের ব্যবস্থা, মৃতদেহের সৎকার প্রভৃতি পৌরসভার অন্যতম কাজ।

৪. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি: পৌরসভা বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সাধারণ মিলনায়তনের সংরক্ষণ, জনগণের জন্য পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ ও সংরক্ষণ; পথঘাট ও রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও এদের সংরক্ষণ, জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের সময় সাহায্য প্রদান, ফলমূল, শাক-সজির চাষ বাড়ানো, কুটির শিল্পের উন্নতি, সমবায় আন্দোলনের প্রসার, লাইব্রেরি, ক্লাব স্থাপন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে।

পৌরসভা

৫. পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন: জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব।

৬. খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ: পৌরসভা খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বাজার স্থাপন, পৌর এলাকায় বিশেষ ধরনের খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত, নিয়ন্ত্রণ বা আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

৭. জননিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত কার্যাবলি: পৌরসভা নিজ নিজ পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নৈশ প্রহরী নিয়োগ, অপরাধমূলক এবং বিপজ্জনক খেলা ও পেশা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, গোরস্থান, শ্মশান নির্মাণ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণের ব্যবস্থা ইত্যাদি জননিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজগুলো করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ০৯ উপজেলা ব্যবস্থা

টপিক ০৯: উপজেলা ব্যবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উপজেলা ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনামলে ও পাকিস্তান শাসনামলে থানা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক বা ইউনিট। 'থানা কাউন্সিল' গঠিত হতো জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা। ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণা দ্বারা প্রাক্তন থানা কাউন্সিলের নাম 'থানা উন্নয়ন কমিটি' করা হয়। ১৯৭৬ সালের 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ' অনুসারে 'থানা পরিষদ' গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ থানা পরিষদের সদস্য হতেন। থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন মহকুমা প্রশাসক এবং ভাইস চেয়ারম্যান হতেন সার্কেল অফিসার (C.O.)। ১৯৮২ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট এইচ.এম. এরশাদ পূর্বের থানা প্রশাসনকে প্রথমে 'মান উন্নীত থানা প্রশাসন' এবং ১৯৮৩ সালে এক 'অধ্যাদেশ' (Ordinance) জারি করে তিনি থানাকে 'উপজেলা' নামকরণ করেন। 'থানা পরিষদ' নাম পরিবর্তন করে এর নামকরণ করা হয় 'উপজেলা পরিষদ'। উপজেলা প্রধানের নামকরণ করা হয় 'উপজেলা চেয়ারম্যান'। উপজেলা চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তাঁর কার্যকাল ছিল পাঁচ বছর। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে কার্যনির্বাহ করতেন। তিনি উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের 'বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন' (ACR) লিখতেন।

উপজেলা ব্যবস্থা

১৯৯১ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেন। তাঁর শাসনামলে ১৯৯২ সালের ২৬ জানুয়ারি আইন পাস করে উপজেলা পরিষদ বাতিল করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বিল' পাস করে। এর ফলে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ১৯৯৯ সালের ৪ মে উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা পাস হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০৮ সালের ২৯ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮' এবং ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন 'স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৮' জারি করে। এ আইনের আওতায় ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সালে প্রণীত উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের '৫৯(১) অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে'। উপজেলা পরিষদ সে অর্থে একটি প্রশাসনিক ইউনিট এবং এটি একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১০ উপজেলা পরিষদের গঠন

টপিক ১০: উপজেলা পরিষদের গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উপজেলা পরিষদের গঠন

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তির সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে; যথা:

১. জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান,

২. জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান,

৩. জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,

৪. সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি,

৫. সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত পৌরসভার মেয়র অথবা সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি,

৬. সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণের দ্বারা নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ।

উপজেলা পরিষদের গঠন

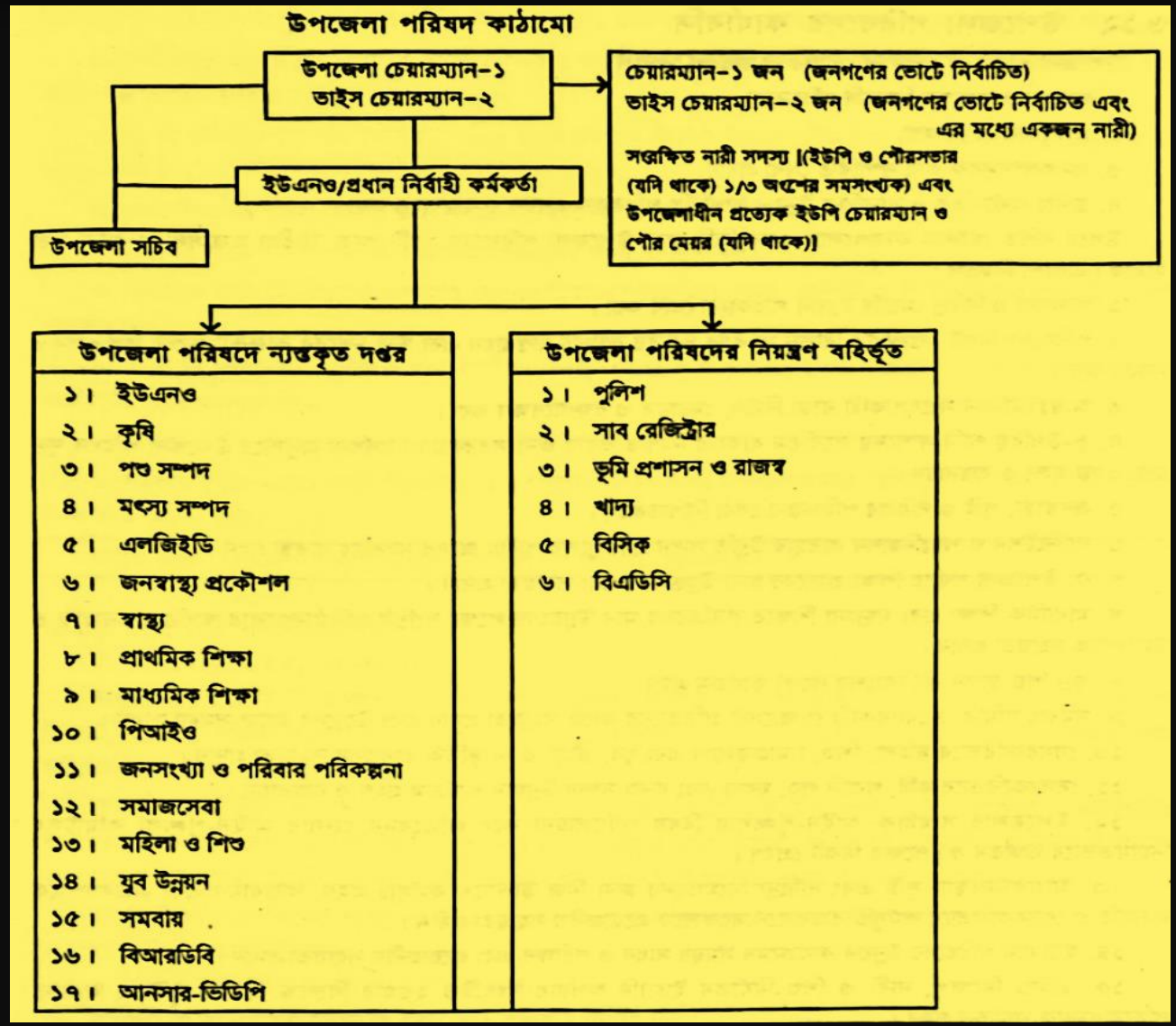

উপজেলা পরিষদের গঠন

উপজেলা পরিষদের মেয়াদ (Tenure of Upazela Parishad)

উপজেলা পরিষদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে ৫ বছর সময়ের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন গঠিত উপজেলা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হলে সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সভা আহ্বানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে এবং অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত সভা পরিষদের প্রথম সভা হিসেবে গণ্য হবে।গরদের বীজাতগিরে

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১১ উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

টপিক ১১: উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

উপজেলা পরিষদের প্রধান বা মৌলিক কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি পরিচালনা,

২. জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা,

৩. জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা প্রদান,

৪. স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

উপরে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলোর ওপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদের ২১টি কাজ 'দ্বিতীয় তফসিল'-এ বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

২. পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।

৩. আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

৪. ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬. স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. ক. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯. সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।

১০. বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

১১. বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২. উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১৩. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫. এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১৬. সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয়।

১৯. উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।

২০. ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

২১. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়

১. উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরিঘাট হতে ইজারালব্ধ আয়ের সরকার নির্ধারিত অংশ।

২. ক. যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয়নি সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানার মধ্যে অবস্থিত সিনেমা হলের ওপর কর;

খ. একই সীমানায় নাটক, যাত্রার ওপর করের অংশবিশেষ, যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়;

গ. নির্ধারিত সদর সীমানাভুক্ত রাস্তা আলোকিতকরণের ওপর ধার্যকৃত কর।

৩. নির্ধারিত সদর সীমানাভুক্ত এলাকায় বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত ফি।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার ওপর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের ওপর ধার্যকৃত ফি।

৫. পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ধার্যকৃত ফিস ইত্যাদি।

৬. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোনো খাতের ওপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোনো উৎস হতে অর্জিত আয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১২ সিটি কর্পোরেশন

টপিক ১২: সিটি কর্পোরেশন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশে বারোটি 'সিটি কর্পোরেশন' বিদ্যমান। এগুলো হলো ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। এগুলো পূর্বে 'পৌরসভা' নামে পরিচিত ছিল।

ক. গঠন: নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত। সিটি কর্পোরেশনের সদস্যগণকে 'কমিশনার' বলা হয়। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে 'মেয়র' বলা হয়। মেয়রকে কাজে সাহায্য করেন কমিশনারগণ। আইন দ্বারা অযোগ্য নন এরূপ ব্যক্তি মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কমিশনার হতে পারবেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর।

খ. সিটি কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. সিটি বা মহানগরের জনজীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

২. সিটি বা মহানগরের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৩. সিটি বা মহানগরের জনগণের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা।

৪. সিটি বা মহানগরের জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৫. সিটি বা মহানগরের জনগণের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের ও কর্তৃত্বের বিকাশ ঘটানো।

৬. সিটি বা মহানগরের যানজট নিরসনের লক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ।

৭. সিটি বা মহানগরের জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮. সিটি বা মহানগরের জনজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. সিটি বা মহানগরের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো প্রভৃতি।

সিটি কর্পোরেশন

গ. সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলি: মহানগর এলাকার উন্নয়ন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে সিটি কর্পোরেশনগুলো নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(১) জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত: মহানগর এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত। সিটি কর্পোরেশন রাস্তাঘাট, নালা, নর্দমা, আবাসিক এলাকা, বস্তি এলাকা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, প্রস্রাবখানা নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, মহামারী ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা, ময়লা ও আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন নির্মাণ ও জমাকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে। সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক, মাতৃসদন, শিশুসদন নির্মাণ, ডিসপেনসারি ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করে থাকে।

(২) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ: মহানগরীতে ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য, হোটেল, রেস্তোরাঁয় উন্নতমানের খাবার সরবরাহ, পচা ও বাসী খাবারের সরবরাহ নিষিদ্ধ করা, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় রোধ করা এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিটি কর্পোরেশন

(৩) পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন: মহানগরীর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, কূপ ও নলকূপ খনন, শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ড্রেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে থাকে।

(৪) নগর পরিকল্পনা: মহানগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাট, পার্ক, মুক্তাঙ্গন, আবাসিক এলাকা নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, অভ্যর্থনা গেট নির্মাণ, পার্কের চারপাশে আকর্ষণীয় প্রাচীর নির্মাণ এবং আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়ন্ত্রণ গেট নির্মাণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করে থাকে।

(৫) গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ: সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণে অনুমতি প্রদান; বিনা অনুমোদনে নির্মিত বাড়িঘর, দোকানপাট, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি ভেঙে দেওয়ার এবং অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিটি কর্পোরেশন

(৬) রাস্তাঘাট ও যানবাহন সংক্রান্ত: মহানগরীর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তাঘাটের ওপর হতে দোকানদার ও অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ, মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান ও রাস্তায় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(৭) সাহায্য ও পুনর্বাসন: সিটি কর্পোরেশন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করা, বন্যা, খরা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির হাত হতে মহানগরীর জনজীবনকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে থাকে।

(৮) জীবজন্তু সংক্রান্ত কাজ: সিটি কর্পোরেশন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, গবাদিপশু বিক্রির রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, মৃতপশুর দেহ অপসারণ, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

(৯) বন, বৃক্ষ রোপণ, পার্ক ও উদ্যান সংক্রান্ত: মহানগর এলাকায় বন সংরক্ষণ, উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষ রোপণ, পার্ক নির্মাণ ও উদ্যান তৈরির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন জনসাধারণের অবকাশ বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে।

সিটি কর্পোরেশন

(১০) শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত: মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কদের শিক্ষাদান, হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য তথ্যকেন্দ্র, আর্টগ্যালারি, যাদুঘর, মিলনায়তন, মুক্তাঙ্গন, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ ও পরিচালনা করে থাকে।

(১১) জনকল্যাণমূলক কাজ: মহানগরীর গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্য, অনাথ আশ্রম ও জনকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসন, জুয়াখেলা, মাদকাসক্তি ও অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে থাকে।

(১২) শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা: মহানগরীতে সন্ত্রাস দমন, চুরি-ডাকাতি ও হাইজ্যাক রোধ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে থাকে।

(১৩) উন্নয়নমূলক: মহা বীর উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে থাকে।

(১৪) বিচার সংক্রান্ত কাজ: সিটি কর্পোরেশন মহানগরীর শান্তি রক্ষার জন্য ছোটখাটো বিচার কাজ এবং বিবাদ মীমাংসা ও মহল্লায় শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১৩ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

টপিক ১৩: পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান-এ তিনটি জেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ-এর শাসনামলে ১৯৮৯ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' গঠন করে একটি বিল পাস হয়। ১৯৮৯ সালের ৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে তা আইনে পরিণত হয়।

উপজাতীয় জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশেষ এলাকা হিসেবে পার্বত্য এলাকাকে চিহ্নিত করে এখানকার প্রশাসন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে উপজাতীয়দের সম্পৃক্ত করাই এ আইনের উদ্দেশ্য।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

পরিষদের গঠন

পার্বত্য এলাকার তিনটি স্থানীয় পরিষদের কার্যকাল হবে প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে তিন বছর। পরিষদ তিনটির চেয়ারম্যান হবেন উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। রাঙামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হবে ১ জন চেয়ারম্যান, বিশজন উপজাতীয় সদস্য এবং দশজন অ-উপজাতীয় সদস্য নিয়ে। খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান, একুশ জন উপজাতীয় সদস্য ও নয়জন অ-উপজাতীয় সদস্য নিয়ে। বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান, উনিশ জন উপজাতীয় এবং এগারো জন অ-উপজাতীয় সদস্য নিয়ে। তিনটি জেলার উপজাতীয় সদস্যগণ পূর্বে নির্ধারিত হারে বিভিন্ন উপজাতি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর অনুপস্থিতে সভায় উপস্থিত উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য থেকে কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করবেন। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন। ডেপুটি কমিশনার অর্থাৎ জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজাতীয় প্রধানগণ বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন। ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন তিনটি পার্বত্য জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

ক. রাঙামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

একজন চেয়ারম্যান-উপজাতীয়দের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত		
ক. উপজাতীয়	চাকমা	১০টি আসন (প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত)
	মারমা	৪ " " " " "
	তঙ্গইংগা গোত্র	২ " " " " "
	ত্রিপুরা গোত্র	১ " " " " "
	লুসাই গোত্র	১ " " " " "
	পংখু গোত্র	১ " " " " "
	খেয়াং গোত্র	১ " " " " "
	সর্বমোট	২০ " " " " "
খ. অ-উপজাতীয়		১০টি আসন (প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত)
ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)→সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন		

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

খ. খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

১ জন চেয়ারম্যান-উপজাতীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত		
ক. উপজাতীয়	চাকমা	৯টি আসন (প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত)
	ত্রিপুরা	৬টি " " " "
	মারমা	৬টি " " " "
খ. অ-উপজাতীয়		৯টি " " " "
ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)→সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন		

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

গ. বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

একজন চেয়ারম্যান-উপজাতীয়দের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন		
ক. উপজাতীয়	মারমা ও খেয়াং গোত্র	১০টি আসন (প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত)
	মারো গোত্র	৩ " " " " "
	ত্রিপুরা ও ওচাই গোত্র	১ " " " " "
	তঙ্গইংগা গোত্র	১ " " " " "
	বোম লুসাই ও পাংখু গোত্র	১ " " " " "
	চাকমা গোত্র	১ " " " " "
	খোসী গোত্র	১ " " " " "
	চক গোত্র	১ " " " " "
খ. অ-উপজাতীয়		১১টি আসন (প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত)
ডেপুটি কমিশনার (জেলা প্রশাসক)→সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন		

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার পরিষদের কাজ হলো:

১। জেলায় আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান।

২। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও এর সমন্বয় সাধন।

৩। জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন।

৪। স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। কৃষি ও বন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৬। পশুপালন ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন।

৭। সমাজকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন।

৮। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠন, পরিচালনা ও সংরক্ষণ।

৯। জেলার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার।

স্থানীয় সরকার পরিষদের নিজস্ব তহবিল থাকবে এবং বিধিবিধান অনুযায়ী তারা তা বর্ধিত করতে পারবে।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

স্থানীয় সরকার পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

স্থানীয় সরকার পরিষদকে নিম্নে বর্ণিত বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এগুলো হলো:

১। জেলার সকল স্তরের পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর এবং তার নিম্নস্তরের সকল পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

২। জেলার কোনো জায়গা-জমি পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এরূপ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

৩। উপজাতীয়দের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারি বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন। তবে হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপজাতীয় প্রধান এবং তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল করা যাবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১৪ স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

টপিক ১৪: স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অর্থাৎ এন.জিওর উদ্ভব ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বিশ শতকের শেষভাগে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি কর্মতৎপরতার পাশাপাশি এসব বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকাণ্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning & Definition of NGO)

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ইংরেজিতে Non-Government Organization বা সংক্ষেপে NGO বলে।

সাধারণভাবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নয় এমন সংস্থাই এনজিও। Social Science Dictionary-তে বলা হয়েছে যে, 'জনগণের স্বার্থে সেবাদানকারী অলাভজনক সংস্থাই হলো বেসরকারি সংস্থা' (Non Government Organization is a non-profit agency that serves for some public interest.)

সালেহ উদ্দিন আহমেদ-এর মতে, “এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন"।

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

আব্দুল হালিম-এর মতে, "এনজিও হলো কল্যাণকর ও উন্নয়নমূলক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারের বাইরের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাষ্ট্রের আইনসম্মত কাঠামোর মধ্য থেকে কাজ করে।"

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এনজিও হলো বেসরকারি সংস্থা। এগুলো মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এগুলো রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর ভিতরে থেকে কাজ করে থাকে। এগুলোকে কাজ করতে হলে নিবন্ধিত হতে হয়।

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

বাংলাদেশে এনজিওর ভূমিকা

Role of NGO in Bangladesh

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এনজিওর বিকাশ ঘটে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান আমলে, ১৯৫০-এর দশকে। তখন এনজিওর প্রধান কাজ ছিল ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দাতব্যধর্মী। ষাট ও সত্তরের দশকে এনজিওগুলো ঋণ সমিতি, সমবায় সমিতি ও কম্যুনিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে তুলতে শুরু করে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে বর্তমানে এনজিওগুলোর অধিকাংশই কৃষি সংস্থা ও পল্লি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এসব এনজিও ব্যষ্টিক কার্যক্রমের সাথে পরিবেশ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ, কাঠামোগত সংস্কার ইত্যাদি সমষ্টিগত বিষয় সমন্বয় করে কৃষি, পল্লি উন্নয়ন, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২২৫২টি। এগুলো নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে:

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

ক. যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, পুল ভেঙে বা উড়িয়ে দেয়, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দরগুলো ধ্বংস করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ চালিয়ে যেতে হিমশিম খেতে হয়। এ সময় বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দেশটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। কিছু এনজিও যোগাযোগ ও পুনর্গঠনমূলক কাজেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

খ. নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওর ভূমিকা

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে, কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়ার ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু এনজিও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিছু এনজিও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

গ. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং কৃষি গবেষণায় বেশকিছু এনজিও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। কিছু কিছু এনজিও দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। কোনো কোনো এনজিও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দিচ্ছে।

ঘ. দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সিডর প্রভৃতি বাংলাদেশের মানুষকে মাঝে মাঝেই কষ্টে ফেলে। এ সময় শুধুমাত্র ত্রাণসামগ্রী বিতরণ নয় বরং এসব দুর্যোগ-মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এনজিওগুলো সচেষ্ট রয়েছে।

ঙ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে থাকে এনজিওগুলো। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সামাজিক উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে এনজিওগুলোর ভূমিকা প্রশংসা অর্জন করেছে।

স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার (এনজিও) ভূমিকা

চ. শিক্ষা কার্যক্রমে ভূমিকা

বাংলাদেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ভূমিকা প্রশংসনীয়। ব্রাকসহ বেশ কিছু এনজিও দরিদ্র ও অবহেলিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্রাকসহ অনেক এনজিও মাধ্যমিক পর্যায়েও পড়ালেখা এবং বিভিন্ন কর্মমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ছ. স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজনিত কার্যক্রমে ভূমিকা

বাংলাদেশে অনেক এনজিও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এইডসসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে এনজিওসমূহ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত পরামর্শকেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও এনজিওগুলো অপুষ্টি দূরীকরণেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা এক ধরনের ভৌগোলিক অসার্বভৌম সংস্থা, যার নিজস্ব কার্যাবলি পরিচালনার আইনসঙ্গত অধিকার ও প্রয়োজনীয় সংগঠন রয়েছে'- উক্তিটি করেছেন কে বা কোথায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ক. জন ক্লার্ক
খ. ই.এল. হাসলাক
গ. সামাজিক বিজ্ঞান কোষ
ঘ. লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলি

২।'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের সেই সরকার যা আইনসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিলের দ্বারা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ ক্ষমতা কার্যকরী করে'-উক্তিটি কোথায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ক. সামাজিক বিজ্ঞান কোষ
খ. লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলি
গ. বাংলাদেশ সংবিধান
ঘ. ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশন রিপোর্ট

৩।'আইনসঙ্গত উপায়ে গঠিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে কোথায়?

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে
খ. ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশন রিপোর্টে
গ. লোকাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারলিতে
ঘ. সামাজিক বিজ্ঞান কোষে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৪। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কোন্ আদর্শের সাথে সম্পর্কিত?

ক. গণতান্ত্রিক আদর্শ খ. সর্বাত্মকবাদী আদর্শ

গ. একনায়কতান্ত্রিক আদর্শ ঘ. সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

৫।বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো-[ব. বো. ২০১৬]

i. সরকারি কর্মচারীদের শাসন

ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন

iii. অধিকতর স্বায়ত্তশাসন

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. I খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬।স্থানীয় শাসন বলতে বোঝায়-

ক এলাকাভিত্তিক শাসন পরিচালনা
খ. অঞ্চলভিত্তিক শাসন পরিচালনা
গ. প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা
ঘ. শহর বা জনপদভিত্তিক শাসন পরিচালনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব আবেদ 'ক' উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। তার উপজেলার কিছু ব্যক্তি বাঁধ মেরামতের আবেদন করলে তিনি তাগ্রহণ করে অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। [সি. বো. ২০১৬]

৭।জনাব আবেদ কোন্ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন?

ক. স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়
খ. জেলা প্রশাসনে
গ. জেলা পরিষদে
ঘ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায়

৮।স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্য হলো-

i. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা
ii. জনগণকে প্রশাসনিক সুবিধা দেওয়া
iii. স্থানীয় প্রশাসকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. I
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৯।স্থানীয় শাসনের কাজ হলো-[ঢা. বো. ২০১৭, ২০১৬]

ক. সরকারের নীতি বাস্তবায়ন
খ. শাসকের নীতি নির্ধারণ করা
গ. কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা
ঘ. সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকা

১০। এলাকাভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার অপর নাম-

ক. এলাকাভিত্তিক সরকার
খ. স্থানীয় সরকার
গ. আঞ্চলিক সরকার
ঘ. অস্থায়ী সরকার

১১। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ হলেন-[য. বো. ২০১৬]

ক. সরকারি কর্মচারী
খ. বেসরকারি কর্মচারী
গ. আধা-সরকারি কর্মচারী
ঘ. খণ্ডকালীন কর্মচারী

১২। কোল্টিন্ট স্থানীয় সরকারের সংগঠন? [কু. বো. ২০১৯]

ক. ইউনিয়ন পরিষদ
খ. পৌরসভা
গ. সিটি কর্পোরেশন
ঘ. জেলা প্রশাসন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – স্থানীয় শাসন

টপিক – ১৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশে একদিকে রয়েছে কেন্দ্রীয় শাসন, অপরদিকে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত কর্তৃত্বসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক সীমিত কর্তৃত্বসম্পন্ন এ শাসনব্যবস্থা দু'রকমের- ১. স্থানীয় শাসন ও ২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। স্থানীয় সরকারের লক্ষ্য সুশাসন ও সু-সরকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের লক্ষ্য হলো স্ব-শাসন বা স্ব-সরকার।

প্রশ্ন :

ক. উপজেলা পরিষদ কী?

খ. পৌরসভার গঠন সম্পর্কে লেখ।

গ. স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

ঘ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের লক্ষ্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রীতিশ কুমার চাকমা একটি স্থানীয় সরকার পরিষদ-এর প্রধান। তিনি ছাড়াও এ স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়েছে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ২০ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ১০ জন অ-উপজাতীয় সদস্য নিয়ে। তবে এ স্থানীয় সরকার পরিষদ এর গঠন বিধিতে বলা হয়েছে যে, এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। এ স্থানীয় সরকারটির গঠন কাঠামোর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য স্থানীয় সরকারের গঠন কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন:

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়?

খ. উপজেলা পরিষদ-এর গঠন কাঠামো বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রীতিশ কুমার চাকমা যে স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান তার কার্যাবলি বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানীয় সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য স্থানীয় সরকারের কী কী পার্থক্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে ঐ এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে 'খ' নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। [ঢা. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. কতজন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়?

খ. পৌরসভার গঠন সম্পর্কে কী জান?

গ. 'ক' নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক' ও 'খ' সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা কর।

THANK YOU